DhakaProbe
সময়ের সাথে, সত্যের পথে

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 15 Jul 2026, 12:47 PM

খেলা

# যে সম্পদ বদলে দিল মরক্কোর ফুটবল

প্রতিবেদক: Dhaka Probe
প্রকাশের তারিখ: শনিবার, ০৪ জুলাই ২০২৬, ০৭:২৬ PM

বিশ্ব ফুটবলে মরক্কোর দারুণ উত্থানের পেছনে রয়েছে এক ভিন্ন গল্প। দেশের বিশাল ফসফারেট সম্পদ থেকে আয় করা অর্থের একটি অংশ ব্যয় করা হচ্ছে ফুটবলের উন্নয়নে। রাষ্ট্রায়ত্ত সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই অর্থ দিয়ে জাতীয় দলের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড় গড়ে তুলতে কাজ করছে।

২০২৪ সালে গঠিত জাতীয় ফুটবল প্রশিক্ষণ তহবিলের মাধ্যমে দেশটির ফুটবলে বড় বিনিয়োগ শুরু হয়। এতে ফুটবল ফেডারেশন, বেসরকারি খাত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সার প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করছে। লক্ষ্য, মরক্কোকে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত করা।

মরক্কোর ষষ্ঠ মোহাম্মদ বহুমুখী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হিশাম এল হাবতি বলেন, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখাই তাদের লক্ষ্য। রাজকীয় নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোও এই কাজে অংশ নিচ্ছে। তিনি জানান, অনুশীলন মাঠ নির্মাণে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করছে তাদের প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থার সঙ্গেও তাদের অংশীদারত্ব রয়েছে।

তবে মরক্কোর ফুটবল উন্নয়নের যাত্রা আজকের নয়। ২০০৯ সালে রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ সরকারকে সারা দেশে খেলার মাঠ, তরুণদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আধুনিক মাঠ এবং দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরিতে বিনিয়োগের নির্দেশ দেন। পরে ২০২৪ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত সার প্রতিষ্ঠানটি এই উদ্যোগে যুক্ত হয়ে আরও গতি আনে।

এই তহবিলের অর্থে নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

এর সুফলও মিলছে মাঠে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপে মরক্কো ইতিহাস গড়ে প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে শেষ চারে পৌঁছায়। সেই আসরে তারা স্পেন, পর্তুগাল ও বেলজিয়ামের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রশংসা কুড়ায়। চলতি বছর আফ্রিকা মহাদেশের শ্রেষ্ঠত্বও জিতেছে তারা।

ফসফেট কৃষির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ। এটি ছাড়া খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সার তৈরি করা কঠিন। আর এই মূল্যবান সম্পদের অন্যতম বড় ভাণ্ডার রয়েছে মরক্কোতে। ফলে বিশ্ববাজারে ফসফেটের চাহিদা থেকে দেশটি উল্লেখযোগ্য আয় করছে।

বিশ্লেষকদের মতে, চীন রপ্তানিতে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে, রাশিয়াকে ঘিরে রয়েছে ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এ কারণে ফসফেটের বিশ্ববাজারে মরক্কোর গুরুত্ব আরও বেড়েছে।

হিশাম এল হাবতির মতে, ফুটবলে এই বিনিয়োগ দেশের মানুষের মধ্যেও নতুন আশা ও আনন্দ সৃষ্টি করেছে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপে দলের ঐতিহাসিক সাফল্যের সময় যেমন পুরো দেশ আনন্দে ভেসেছিল, এবারও তিনি মানুষের মধ্যে ঠিক সেই উচ্ছ্বাসই দেখতে পাচ্ছেন।

সূত্র: রয়টার্স

---


## এ বিভাগের আরও খবর

ফ্রান্সকে হারিয়ে ১৬ বছর পর ফাইনালে স্পেন

□এই ফ্রান্সকে কে থামাবে?□ □ গোটা বিশ্বকাপ জুড়ে এই ছিল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যে দলটা নামলেই নিদেনপক্ষে দুটো গোল করেই দিচ্ছে, সেই দলটাকে হারাবে কে...

## ফ্রান্স-স্পেন সেমিফাইনাল, পরিসংখ্যানে এগিয়ে কারা?

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বাংলাদেশ সময় আজ (মঙ্গলবার) দিবাগত রাত ১টায় মুখোমুখি হচ্ছে ইউরোপের দুই শক্তিধর দল ফ্রান্স ও স্পেন। ট...

## জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে মিশরীয় খেলোয়াড়দের বরণ

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের পর এখনও উৎসবের আবহে রয়েছে মিশর। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত আসরে প্রথমবারের মতো নকআ...

## সুপার কম্পিউটারের হিসাবে আর্জেন্টিনার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা কেমন

বিশ্বকাপের ট্রফি কার হাতে উঠবে তা দেখার অপেক্ষা আর দুই ম্যাচের। ৪৮ দলের মধ্যে এখন টিকে রয়েছে ৪ দল। সেই চার দল হচ্ছে ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://www.dhakaprobe.com/sports/je-smpd-bdle-dil-mrkkor-futbl